যুগান্তর

তারিখ ..... 3 JUN 2009
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১

ঝরিয়া পড়া শিক্ষার্থী

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর ও ব্র্যাকের উদ্যোগে শনিবার রাজধানীতে মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন বিষয়ক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত সেমিনারে সার্বিকভাবে শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও আইটি সেন্টারে হাতে-কলমে শিক্ষার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ইহার পাশাপাশি বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার্থীদের ঝরিয়া পড়া প্রতিরোধে বিস্তৃত পরিসরে উপবৃত্তি প্রদানের উদ্যোগ লইয়াছে সরকার। সরকার তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতি বৎসর ৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করিয়া থাকে উপবৃত্তি খাতে। এত দিন প্রধানত ছাত্রীদেরই উপবৃত্তি প্রদান করা হইত। সরকার সম্প্রতি ১২ শত কোটি টাকার যে মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে, উহার অধীনে উপবৃত্তি প্রদান করা হইবে ছাত্রদেরও। প্রতি বৎসর বিপুল পরিমাণের অর্থ উপবৃত্তিতে ব্যয় করা হইলেও বাস্তবে উহার সুফল কতখানি আসিয়াছে উহা লইয়া সংশয় রহিয়াছে। ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষে নবম শ্রেণীতে নিবন্ধিত হইয়াছিল ১২ লক্ষ ৬৭ হাজার ৬৩৪ জন শিক্ষার্থী। তাহাদের মধ্যে এসএসসি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়াছে ৭ লক্ষ ৩৩ হাজার ৩১৪ জন অর্থাৎ ৫ লক্ষ ৩৪ হাজার ৩১০ জন শিক্ষার্থী ঝরিয়া পড়িয়াছে, যাহাদের অধিকাংশই ছাত্রী। দেখা যাইতেছে, উপবৃত্তি এবং বিনামূল্যে বইপুস্তক সরবরাহ করিয়াও ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসরুমে ধরিয়া রাখা যাইতেছে না। সেইক্ষেত্রে সরকার আগামীতে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তকসহ ছাত্রীদের পাশাপাশি ছাত্রদেরও উপবৃত্তি প্রদানের যেই সিদ্ধান্ত লইয়াছে, উহাতে যে সুফল মিলিবে নিশ্চয়তা কোথায়? ইতিপূর্বে উপবৃত্তির অর্থ লইয়া নয়-ছয় করিবার অভিযোগও রহিয়াছে। পরীক্ষায় নির্ধারিত নম্বর না পাইলে অথবা শ্রেণীকক্ষে পর্যাপ্ত উপস্থিতি না থাকিলেও শর্ত ভঙ্গ করিয়া উপবৃত্তি দেওয়া হয় অনেক ক্ষেত্রে। আবার একশ্রেণীর শিক্ষা কর্মকর্তা ও শিক্ষকও ভুয়া শিক্ষার্থী ভর্তি দেখাইয়া আত্মসাৎ করিয়া থাকে উপবৃত্তির টাকা। সেইক্ষেত্রে উপবৃত্তি প্রদানে সর্বাগ্রে বন্ধ করিতে হইবে দুর্নীতি ও অনিয়ম। ইহার পাশাপাশি ড্রপ-আউটের পিছনে বিরাজমান আর্থ-সামাজিক কারণগুলি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। স্বীকার করিতে হইবে, দেশের অধিকাংশ মানুষই দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত। একই সঙ্গে একাধিক সন্তানকে লেখাপড়া করাইবার সামর্থ্য অনেকেরই নাই। উহার বাহিরেও রহিয়াছে নানাবিধ পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা। গ্রাম ও শহরাঞ্চলের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্যকেও অস্বীকার করা যাইবে না। তদুপরি বর্তমানে শিক্ষা কেবল স্কুলমুখী না হইয়া, হইয়া উঠিয়াছে কোচিং সেন্টার, নোট-গাইড বই সর্বোপরি প্রাইভেট টিউটর ও কোচিংনির্ভর। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা উপকরণাদির দামও বাড়িয়াছে বহুলাংশে। সেইক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে ঢালিয়া সাজাইবার মহাপরিকল্পনায় শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণ, আধুনিকীকরণ, সুষ্ঠু ও সমন্বিত করিবার পাশাপাশি গুরুত্বারোপ করিতে হইবে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সেতুবন্ধ রচনার উপর। সার্বিকভাবে শিক্ষাকে করিতে হইবে স্কুলমুখী ও আকর্ষণীয়। নচেৎ শুধু উপবৃত্তির টাকা অথবা বিনামূল্যে বই-পুস্তক দিয়া ছাত্রছাত্রীদের ধরিয়া রাখা যাইবে না।